জরুরী অবস্থা

জাতীয় জরুরী অবস্থা (ধারা 352)

➢জারি হওয়ার ক্ষেত্রগুলি যুদ্ধ বহিরাগত আক্রমণ বা দেশের ভিতরে সশস্ত্র আক্রমন ইত্যাদি কারণে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া।

➢ক্যাবিনেটের লিখিত সুপারিশ ক্রমেই রাষ্ট্রপতি এরুপ অবস্থা ঘোষনা করতে পারেন।

➢এরূপ ঘোষণাকে 1 মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের সমর্থন লাভ করতে হয়। পার্লামেন্টের অনুমোদনে এরুপ অবস্থা 6 মাস পর্যন্ত জারি থাকতে পারে।

➢প্রত্যেক 6 মাস অন্তর পার্লামেন্টের সমর্থনে অনির্দিষ্টকালের জন্য এটাকে প্রসারিত করা যাবে।

➢ এ ধরনের অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকারগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী খর্ব করতে পারেন (ধারা 20 ও 21 ছাড়া)

➢কেবলমাত্র বহিরাগত কারণে জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে 19 নং ধারাকে স্থগিত করা যেতে পারে, আভ্যন্তরীণ কারণে এই অধিকার স্থগিত করা যায় না। এ সময় পার্লামেন্ট চাইলে রাজ্য তালিকাভুক্ত যেকোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

➢এখন ও অবধি 3 বার এরুপ ঘোষনা হয়েছে - 1962,1971 1975

[প্রথম জাতীয় জরুরী অবস্থা জারি হয়েছিল 1962 সালে,চীন আক্রমনের কারণে (352 ধারা)
দ্বিতীয় জাতীয় জরুরী অবস্থা 1971 সালে পাক যুদ্ধের কারণে জারি হয়েছিল (352 ধারা)
তৃতীয় বার জাতীয় জরুরী অবস্থা 1975 সালে আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলার জন্য জারি হয়েছিল (352 ধারা)]

রাজ্যে জরুরী অবস্থা (356 ধারা)

➢ এই অবস্থাকে সাংবিধানিক জরুরী অবস্থা (356ও 365 ধারা)বা রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন হিসেবে অভিহিত করা হয়।

➢ রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে এরুপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল যদি রিপোর্ট দেন বা যদি রাষ্ট্রপতি নিজেও 'সন্তুষ্ট' হন । যে ঐ রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা যাচ্ছে না, তবে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়।

➢ জারি হওয়ার দুই মাসের মধ্যে এরূপ আদেশ টিকে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয় অনুমোদন পেলে এরূপ অবস্থা জারি হওয়ার তারিখ থেকে 6 মাস অবধি কার্যকর থাকে।

➢ এরূপ অবস্থা প্রতি 6 মাস অন্তর পার্লামেন্টের অনুমোদন ক্রমে সর্বাধিক 3 বছর পর্যন্ত জারি থাকতে পারে। এরূপ অবস্থায় রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতির পক্ষে রাজ্যের শাসনভার গ্রহন করনে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বা ঐ রাজ্যের মুখ্য সচিব কর্তৃক নিযুক্ত উপদেষ্টারা তাঁকে সাহায্যে করেন।

➢ প্রায় শতাধিক বার রাষ্ট্রপতির শাসন বিভিন্ন রাজ্যে জারি হয়েছে।

www.gurucoolfanda.com

জরুরী অবস্থা

আর্থিক জরুরী অবস্থা (ধারা 360)

➢ যদি রাষ্ট্রপতি নিশ্চিত হন যে দেশের বা দেশের অভ্যন্তরের কোন অংশের আর্থিক স্থিতাবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়েছে, তবে তিনি এরুপ অবস্থার ঘোষনা করতে পারেন। এই ঘোষনা জারি হওয়ার দুই মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। এই সময় রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সংস্থায় কর্মরত সকল বা কোন একটি শ্রেনীর কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার পরিমান কমানোর নির্দেশ দিতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা ও এর আওতায় পড়েন। এখনও পর্যন্ত আর্থিক জরুরী অবস্থা একবার ও জারি করা হয়নি।

www.gurucoolfanda.com